গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

স্মারক নং- ৫৮.০০.০০০০.০১৪.১৬.০০২.১৯-৬৯

তারিখ : ০৬ ফাল্গুন ১৪২৫ / ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

**বিষয় : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিদর্শন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী**

সূত্র : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর স্মারক নং-০৩.৪৪.০০০০.০৭৯.০০৬.০১.২০১৯-১১২(৫), তারিখ-১৭.০২.২০১৯

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকে জানানো যাচ্ছে যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণীর ছায়ালিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এসংঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : কার্যবিবরণীর ছায়ালিপি ০৯ (নয়) পাতা

১৮.০২.১৯
(মোঃ আবদুল কাদির)
উপসচিব
ফোন #:+৮৮০ ৪৭১২৪৩৫৯
ই-মেইল : admin3@ssd.gov.bd

**বিতরণ :**

১. অতিরিক্ত সচিব (নিরাপত্তা ও বহিরাগমন), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
২. অতিরিক্ত সচিব (অগ্নি), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৩. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৪. অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৫. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৬. অতিরিক্ত সচিব (আইন ও শৃংঙ্খলা), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৭. যুগ্মসচিব (কারা), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

**অধিদপ্তরসমূহ :**

১. মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা;
২. মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা;
৩. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা; এবং
৪. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

**অনুলিপি :**

সচিব-এর একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) এর দপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা- ১/ ২/ ৩
বাজেট শাখা-১/২
মিশন শাখা-১/২
ডায়েরি নং ৩০১ তারিখ- ২১-০২-১৯

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
সচিবের দপ্তর
ইস্যু নম্বর ঃ ২৯৫
তারিখ ঃ ১৮/০২/১৯

| | |
|---|---|
| অতিরিক্ত সচিব (প্রশাঃ ও অর্থ) | ☐ জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিন। |
| অতিরিক্ত সচিব (নিরাঃ ও বহিঃ) | ☑ জরুরী উপস্থাপন করুন। |
| অতিরিক্ত সচিব (অগ্নি) | ☐ পরীক্ষান্তে উপস্থাপন করুন। |
| অতিরিক্ত সচিব (কারা) | ☐ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন। |
| অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য) | |
| অতিরিক্ত সচিব (আইন ও শৃঙ্খলা) | |
| অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) | |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
# প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পুরাতন সংসদ ভবন
ঢাকা

পত্র সংখ্যা ....০৩.৪৪.০০০০.০৭৯.০০৬. ০১.২০১৯ - ৪৪২ (৫)

তারিখ .......০৫.ফাল্গুন.১৪২৫
১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

বিষয়ঃ **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিদর্শন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভার কার্যবিবরণী।**

DS (Admn.-3)

উপর্যুক্ত বিষয়ে উল্লেখ করা যাচ্ছে যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২০ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন। উক্ত পরিদর্শন উপলক্ষে মত বিনিময় সভার কার্যবিবরণী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় অনুমোদন এবং স্বাক্ষর করেছেন।

০২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্বাক্ষরিত কার্যবিবরনীটি অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত নির্দেশক্রমে এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

১৮.২.২০১৯

সংযুক্তি: ০৮(আট) পাতা

১৭/২/২০১৯
(মোহাম্মদ মমিনুর রহমান)
পরিচালক-১২
ফোন ৫৫০২৯৪৩২
ই-মেইল ঃ dir12@pmo.gov.bd

সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি ঃ
০১। সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। সচিবের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
০৫। অফিস কপি।

১৮.০২.১৯

১৮/২/১৯

Internal Home letter-13

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

### গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিদর্শন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভার কাযবিবরণী

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখ সকাল ১০:০০ টায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরিদর্শনকালীন সভায় মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও আওতাধীন অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহের মধ্যে পুলিশ মহাপরিদর্শক; মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর; মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড; মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ; মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি; মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট; কারা মহাপরিদর্শক; মহাপরিচালক, র‍্যাব; পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ; কো-অর্ডিনেটর, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা; মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, পরিচালক, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) উপস্থিত ছিলেন।

২. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্বাগত জানিয়ে জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন, সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ সভার কাজ শুরু করেন। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শাহাদাতবরণকারী তাঁর পরিবারের সদস্যগণ, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ ও ০২ লাখ মা-বোনের আত্মত্যাগ এবং জাতীয় চার নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। জনগণের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে ৪র্থ বারের মতো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বগ্রহণ বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে সরকার প্রধান হিসেবে সর্বোচ্চপদে দায়িত্ব গ্রহণের শুরুতেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিদর্শনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

৩. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যগণ ও জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর মন্ত্রণালয়ে স্বাগত জানিয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি চতুর্থ বারের মতো সরকার প্রধান হিসেবে এ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনের জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, সরকারের রূপকল্প - ২০২১ এবং ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়ন এবং সুশাসন সংহতকরণে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত হয়েছে এবং একমাত্র তাঁরই নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশকে উন্নতদেশে শামিল করা সম্ভব। তিনি উল্লেখ করেন যে, সরকারের বিগত দুই মেয়াদে এ মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা ও সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন ১০ টি অধিদপ্তর/সংস্থার ব্যাপক ও দৃশ্যমান উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। জননিরাপত্তা বিভাগ ও সুরক্ষা সেবা বিভাগ টেকসই উন্নয়ন, জনমুখী সেবা প্রদান ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের উজ্জ্বলতম সাফল্য সন্ত্রাস ও জঙ্গিমুক্ত বাংলাদেশ।এ মন্ত্রণালয়ের আজকের অঙ্গিকার হচ্ছে মাদকমুক্ত বাংলাদেশ। তবে, তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অপারেশনাল ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পৃথক এয়ার উইং স্থাপন করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমীপে প্রস্তাব করেন।

৪. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর সূচনা বক্তব্যের শুরুতেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১৫ আগস্টে নিহত তাঁর পরিবারের স্বজন, জাতীয় চার নেতা ও ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে একটি সুখী-সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য দেশকে সন্ত্রাস, মাদক, দুর্নীতি ও জঙ্গিবাদের মতো কালো ব্যাধিমুক্ত করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ২০২০ সালে জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী এবং ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করা হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ২০৪১ সালে উন্নত দেশে পদার্পণ, ২০৭১ সালে স্বাধীনতার শতবার্ষিকী উদযাপন এবং ২১০০ সালের মধ্যে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা (ডেল্টা প্ল্যান) বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। তাই এখন হতেই এ বিষয়ে তিনি সকলকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলেন। তিনি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে সফলতার জন্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

৫. অতীতে জঙ্গিবাদ তথা বাংলা ভাইয়ের মত কাল ব্যাধি সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি অপরাধ প্রবণতার হার কমিয়ে আনার পাশাপাশি অপরাধ সংঘটনের কারণ খুঁজে বের করা এবং তার প্রতিকারের প্রতি দৃষ্টি দিতে নির্দেশ প্রদান করেন। শুধু অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তি দিলেই অপরাধ দমন হবে না বলে তিনি মনে করেন, তাঁর মতে, তাদের সমাজে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনাটাই গুরুত্বপূর্ণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশব্যাপী চলমান মাদক বিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। শুধু সেবনকারীকেই নয়, মাদক পাচারকারী, সরবরাহকারী, পরিবহনকারী, খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা সকলকে নজরদারিতে আনতে হবে। সেই সঙ্গে যারা সুস্থভাবে সমাজে ফিরে আসতে চাইবে, সুস্থ জীবনে ফিরতে চাইবে তাদের সুযোগ করে দিতে হবে।

৬. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, কারাগারগুলোকে পুর্নবাসন কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে। আগে কারাগার ছিল অপরাধীকে আরও পাকাপোক্ত অপরাধী করার কারখানা। কিন্তু এখন কারাগার হচ্ছে সংশোধনাগার। কারাগারের অভ্যন্তরে কয়েদিদের জন্য জীবিকা সংস্থানের জন্যও সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে। কয়েদিদের অলস সময়কে উৎপাদনের কাজে লাগিয়ে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণের মাধ্যমে অর্থ আয় করা হচ্ছে। সাজার মেয়াদ শেষ হয়ে কারাগার থেকে বাইরে গেলেও তারা যেন কিছু পুঁজি নিয়ে যেতে পারে এবং পরবর্তীকালে পুর্নবাসনের ক্ষেত্রে তাদের যেন সেটা কাজে লাগে।

৭. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সড়কে যানজট কমাতে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন, দেশের অর্থনীতি যত ভাল হচ্ছে, মানুষের সুযোগ-সুবিধাও বাড়ছে। মানুষ যেমন গাড়ি কিনছে তেমনি মানুষের চলাচল বাড়ছে। ফলে ট্রাফিক জ্যাম এখন একটা বিরাট সমস্যা, এতে কোন সন্দেহ নেই। গাড়ি চালকের অদক্ষতার সাথে দুর্ঘটনার জন্য পথচারীদেরও দায়-দায়িত্ব আছে। এ সমস্যা সমাধানে আরও আন্ডারপাস ও ফুটওভার ব্রিজের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ ও চালকদের সচেতনতা বাড়ানোর উপরও তিনি জোর দেন।

৮. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জলদস্যু ও বনদস্যুদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করানোর পর তাদের সমাজে পুনর্বাসনের সরকারের বহুমূখী উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন।

৯. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল যুগে পদার্পনের কারণে অপরাধীরাও ডিজিটাল প্রযুক্তির সহায়তায় বিভিন্ন প্রকারের অপরাধ সংঘটন করছে। অপরাধের হার কমলেও অপরাধের ধরন পাল্টে গেছে তাই আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে আরও অনেক বেশি আধুনিক ও দূরদর্শী হতে হবে। এর লক্ষ্যে ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) গঠন করা হয়েছে।

১০. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন, সরকারে না থেকেও ১৯৯৪ সালে বেসরকারি বিলের মাধ্যমে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সৃষ্টি হয়েছিল।তিনি সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাড়ানো আবাসনসহ অন্যান্য সুবিধা দেওয়ার কথা উল্লেখ করে দুর্নীতি-সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ ও মাদক মুক্ত করে বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার একটি শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠায় কাজ করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তাকে কাজ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

১১. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সূচনা বক্তব্যের পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সচিব জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন জননিরাপত্তা বিভাগের কার্যক্রমসহ ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। জননিরাপত্তা বিভাগের উপস্থাপনায় এ বিভাগের বাজেট, জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতি, অবকাঠামো উন্নয়ন, যানবাহন ও সরঞ্জাম সংগ্রহ ছাড়াও প্রশিক্ষণসহ সামগ্রিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র প্রতিফলিত হয়।

১২. সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী ধারাবাহিকভাবে ৩য় বারের মতো সরকার গঠন এবং ৪র্থ বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভিনন্দন ও গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর তিনি সুরক্ষা সেবা বিভাগের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে এ বিভাগের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত লক্ষ্য ও পরিকল্পনাসমূহ, এসডিজি সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও অধীন দপ্তর/ সংস্থা সমূহের ২০০৮ সাল এর সাথে ২০১৮ সালের কার্যক্রমের তুলনামূলক অগ্রগতি, জনবল বৃদ্ধির তথ্য, বাজেট বরাদ্ধের তুলনামূলক বিবরণ, ২০২১ এবং ২০২৫ এর ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণসহ সুরক্ষা সেবা বিভাগের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। তিনি সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কারা অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি, এ ৪ টি দপ্তরের বিগত ১০ বছরের সাফল্য/ অর্জন, অগ্রাধিকারসমূহ, মাদকদ্রব্য উদ্ধার ও মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি, চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যচিত্রও উপস্থাপন করেন।

১৩. এ ছাড়া কারাগারে আটক স্পর্শকাতর বন্দিদের বিচার কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে Virtual Court স্থাপন, যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়ে বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) খাতে সরকার নির্ধারিত হারে আদায়কৃত সরকারি রাজস্ব পৃথক হিসেবে জমাসহ যথাসময়ে সরকার নির্ধারিত কোডে জমাপ্রদানের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১৪. অতঃপর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

১৫. এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক; মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর; মহাপরিচালক বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড; মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ; মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর; মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর; কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর; মহাপরিচালক, র‍্যাব; পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ; কো-অর্ডিনেটর, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা; মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স তাঁদের স্ব-স্ব সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা কামনা করে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

১৬. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রমের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

১৭. সামগ্রিক আলোচনার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেন :

(ক) **জন নিরাপত্তা বিভাগের জন্য নির্দেশনা:**

১. জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রম প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে হবে। জনমত সৃজনে প্রশাসনসহ আনসার ও ভিডিপি, ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে;

২. সাইবার অপরাধ দমনে নজরদারি বৃদ্ধিসহ আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর গোয়েন্দা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে;

৩. আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের আবাসন সমস্যা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

৪. বাংলাদেশ পুলিশে পর্যায়ক্রমে অতিরিক্ত ৫০,০০০ জনবল নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

৫. আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর জনবল অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক যানবাহন, জলযান ও সরঞ্জামাদি ক্রয়ের নিমিত্ত ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুতপূর্বক চাহিদা প্রেরণ করতে হবে;

৬. সরকারি প্রতিষ্ঠানে যানবাহন স্থানীয় সরকারি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সংগ্রহ করতে হবে;

৭. ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের সমন্বয় বৃদ্ধিসহ দেশব্যাপী যাত্রী ও পথচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

৮. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে কারা হাসপাতাল, পুলিশ হাসপাতাল, বিজিবি হাসপাতাল এবং আনসার পরিচালিত হাসপাতালসমূহে ডাক্তার, নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগের জন্য পৃথক মেডিকেল ইউনিট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রকল্প প্রণয়নের সাথে সাথে জনবল সৃজন ও নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ;

৯. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য পৃথক এয়ার উইং স্থাপন করতে হবে;

১০. বিজিবির জন্য প্রয়োজনের নিরিখে উন্নতমানের কার্যোপযোগী জলযান সংগ্রহ করতে হবে;

১১. বিজিবির সঙ্গে সমন্বয় করে সীমান্ত সড়ক নির্মাণ করতে হবে;

১২. সাধারণ আনসারদের মতামত গ্রহণপূর্বক বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর নাম পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়;

১৩. নিরাপদ জীবনযাপন নিশ্চিতকরণে জনগণকে সঠিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে আস্থা অর্জন করতে হবে;

১৪. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নারী পুলিশের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নিতে হবে;

১৫. নতুন প্রকল্প প্রণয়নের সময় রাজস্ব খাতে কি পরিমাণ জনবল নিয়োগের প্রয়োজন হবে তার সুনির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ পূর্বক প্রাক-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৬. পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং বহিরাগমন ও পাসর্পোট অধিদপ্তরে নিয়োগপ্রাপ্ত ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মচারীদের কর্মস্থলে পদায়নের পূর্বে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে হবে;

১৮. **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা সেবা বিভাগের জন্য নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেন :**

**(খ) সুরক্ষা সেবা বিভাগের জন্য নির্দেশনা:**

১. আন্ত:সংস্থার সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী, সেবনকারী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে, মাদকবিরোধী প্রচারণা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল শ্রেণি/পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে'Modernisation of DNC'প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে ;

২. মাদকাসক্তদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ট্রেনিং সুবিধাসহ পূর্ণাঙ্গ নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে রূপান্তর করাসহ পর্যায়ক্রমে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে কঠোর নজরদারির মধ্যে আনতে হবে ;

৩. কারাগারসমূহের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করাসহ বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারাবন্দিদের কারামুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৪. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে ;

৫. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ও কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে প্রত্যেক অধিদপ্তরের জন্য আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে ;

৬. ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হবে।ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইট কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) চালু করা হবে;

৭. গ্যাপ-এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন চালু করতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নকালে লোকবলের সংস্থান রাখতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে লোকবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই উহা চালু করা যায়;

৮. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিদ্যমান পদসমূহের নাম পরিবর্তন এবং জেলা পর্যায়ের ১০ম গ্রেডের পদসমূহ ৯ম গ্রেডে উন্নীত করার বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে;

৯. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন করতে হবে; যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়ে বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

১৯. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রমের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

২০. অত:পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমতিক্রমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী